গাংনীতে মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের চকপাড়ায় বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আলিফা খাতুন
(৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিফা খাতুন ওই গ্রামের চকপাড়ার ইন্তাদুল হকের স্ত্রী।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকালে কম্বল ধোয়ার জন্য বাড়ির টিউবওয়েলের কাছে যান আলিফা খাতুন। এ সময় বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তাঁর দুই হাতেও পোড়া ক্ষত সৃষ্টি হয়।

আলিফা খাতুনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার বাদ আসর মাইলমারী জান্নাতুল মাওয়ায় জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফনের কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অবগত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পাঠানো হবে বলেও জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের চাকায়

পিষ্ট হয়ে নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মধুমালা (৪৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৪ মে) বেলা দেড়টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মারা যান।
নিহত মধুমালা আলমডাঙ্গা উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের কাটাভাঙ্গা গ্রামের বাবুল আক্তারের স্ত্রী।

এর আগে সকাল অনুমানিক সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের সোনাতনপুর সড়কে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, সকালে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে একটি ট্রাক ওভারটেক করতে যায়। এসময় ট্রাকের পিছনে বেধে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে ট্রাকের চাকায় মধুমালার একটি পাঁ পিষ্ট হয়। পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়োজিত সদর থানা পুলিশের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) জান্নাত উজ্জ্বল রেডিও চুয়াডাঙ্গাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু

মেহেরপুর সদরের নতুন দরবেশপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এশিয়া খাতুন (৩৭) নামের এক মধ্যবয়সী নারীর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুর আনুমানিক ৩ টার দিকে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। এশিয়া খাতুন মেহেরপুর সদরের কলাইডাঙ্গা গ্রামের কামরুল ইসলামের স্ত্রী।

জানা যায়, এশিয়া খাতুন নতুন দরবেশপুর থেকে মুরগি কিনে ছেলে ইয়ামিনের মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলো। পথিমধ্যে নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অদূরবর্তী সালেকীন মিয়ার বাড়ীর সামনে পৌছুলে ছাগল বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত হয়। সেখানেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন এশিয়া খাতুন। স্থানীয়রা মারাত্মক জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে রাজশাহীতে রেফার্ড করে। রাজশাহী নেওয়ার পথে হাসপাতালের অদুরবর্তী ওয়াপদা মোড়ে পৌছুলে এশিয়া খাতুন মৃত্যু বরণ করেন।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই রেজাউল করিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। পরে রাত সাড়ে ১০ টায় তার লাশ গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হয়। এশিয়া খাতুন দুই পুত্র সন্তানের জননী ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার নওলামারী গ্রামে সাপের কামড়ে জোসনা খাতুন
(৪২) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। জোসনা খাতুন খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারী গ্রামের শাহিন হোসেনের স্ত্রী।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জোসনা খাতুন সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার বাড়ির রান্না ঘরের পাশে ঝোঁপে খড়ি গোছাতে যায়। এসময় ঝোঁপে থাকা একটি বিষধর সাপে তাঁকে দংশন করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি

হলে রাত ৮ টার দিকে পরিবারের লোকজন তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে জোসনা খাতুন মারা যান।

সাপের কামড়ে জোসনা খাতুন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাছফির আহমেদ মল্লিক লাল বলেন, সোমবার সন্ধ্যায় সাপের কামড়ে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা গেছে। অনেক সময় সাপে কাটা রোগীদের স্বজনেরা ওঝা ডেকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দেরি করে ফলেন। এতে অনেকে মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জোবায়দা জামান জয়া বলেন, সাপের দংশনে নারী হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সাপে কামড়ানোর দু‘দিন পর নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সাপের কামড়ে ফরিদা খাতুন (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার কালাপাহাড়িয়া গ্রামের মওলা মিয়ার স্ত্রী।

বুধবার সকালে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এর আগে গত ১ আগস্ট বিকেলে তাকে সাপে কাটে।

ফরিদার স্বামী মওলা মিয়া বলেন, ওইদিন বিকেল পাঁচটার দিকে গ্রামের মাঠ থেকে আমার স্ত্রীকে গোখরা সাপে কামড়ায়। তখন তাকে পাশের গ্রামের এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুঁক দেয়। এতে সে সুস্থ না হওয়ায় প্রতিবেশিদের পরামর্শে সন্ধ্যা সাতটার দিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেও তার অবস্থার উন্নতি না হলে মঙ্গলবার চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিই। পরে ওইদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে নিয়ে আসি। আজ সকালে সে মারা যায়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জামিনুর রশিদ জানান,

সাপে কামড়ানোর প্রায় তিন ঘন্টা পর ওই রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। ওইদিন রাত আটটার দিকে তাকে অ্যান্টিভেনমের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়। পরে রাত এগারোটার দিকে তাকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুস্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করি।

দেরি করে হাসপাতালে নিয়ে আসায় রক্তের সাথে বিষ মিশে মস্তিস্কের নার্ভাস সিস্টেম আরও দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে এই রোগীর মৃত্যু হতে পারে বলেও জানান এই চিকিৎসক।